মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৪৩

পর্ব-৯: দু‘আ (كتاب الدعوات)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

আরবী

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فامسحوا بهَا وُجُوهكُم» . رَوَاهُ دَاوُد

বাংলা

২২৪৩-[২১] অন্য এক বর্ণনায় ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দু’আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দু’আ শেষ হবার পর হাতকে মুখম-লের সাথে মুছে নিবে। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ১৪৮৫, আদ্ দা‘ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য‘ঈফ আল জামি‘ ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে ‘আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (فَإِذَا فَرَغْتُمْ فامسحوا بهَا وُجُوهكُم) এর ব্যাখ্যায়, যেহেতু এর মাধ্যমে রহমাত অবতীর্ণ হয় এবং তার বারাকাত মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, কেননা মুখ হচ্ছে সর্বোত্তম অঙ্গ।

দু‘আ শেষে হাত চেহারায় মুছার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও যদি তা সালাতের বাহিরের দু‘আ হয়ে থাকে। তাহলে হাত চেহারায় মুছা বৈধ এ ক্ষেত্রে সকলে একমত তবে সালাতের ভিতরে যেমনঃ দু‘আ কুনূতের দু‘আ শেষে হাত চেহারায় মুছার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশ ‘উলামায়ে কিরামের মত হচ্ছে সালাতের মধ্যকার দু‘আতে হাত চেহারায় মুছার বিপক্ষে। আর এটাই সালফে সলিহীনদের অভিমত ও আমল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56803

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন